ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

উপদেষ্টা
শাহ আবদুল হান্নান

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

নির্বাহী সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

সহকারী সম্পাদক
শহীদুল ইসলাম

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দিকা
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
প্রফেসর ড. আ ক ম আবদুল কাদের
প্রফেসর ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৪০

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

প্রকাশকাল : অক্টোবর - ডিসেম্বর: ২০১৪

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web : www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স
দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়.....৪

কনভেনশনাল ব্যাংকিং প্রডাক্টের শরী'আহ অভিযোজন পদ্ধতি : একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ ৭
মুহাম্মদ রুহুল আমিন

অর্থনৈতিক অপরাধ প্রতিরোধ ও তাকওয়া : একটি পর্যালোচনা.....৪৩
ড. আ.ছ.ম. তরীকুল ইসলাম

বর্গাচাষ : ইসলাম ও বর্তমান সমাজ ৭৫
ড. শেখ মোঃ ইউসুফ
কামরুজ্জামান শামীম

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন : পরিপ্রেক্ষিত ইসলাম.....৯৩
ড. অনুপমা আফরোজ

ইসলামী বীমা : একটি পর্যালোচনা.....১৩৫
মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের তালিকা.....১৫৫

গ্রন্থ পর্যালোচনা : ইসলামী আইনের উৎস.....১৯১
মারুফ বিল্লাহ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে দিন এ পৃথিবীতে আদম ও হাওয়া আ.-কে পাঠিয়েছেন সে দিন থেকে তাঁরা ও তাঁদের বংশধরেরা কীভাবে এখানে জীবন যাপন করবে তার দিক-নির্দেশনাও দিতে থাকেন। যাদের মাধ্যমে মানুষ এই দিক-নির্দেশনা লাভ করেছে তাঁরাই হলেন নবী ও রাসূল। অসংখ্য নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে এ পৃথিবীতে। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর প্রদর্শিত পথই হলো ইসলামী জীবন বিধান। তাঁর পরে আর কোন নবী বা রাসূল পৃথিবীতে আসবেন না, তাই তাঁর আনীত জীবন বিধানই আল্লাহর সর্বশেষ বিধান। এই বিধানের উৎস কুরআন ও সুন্নাহ। এ পৃথিবীতে চলার পথে মানুষ কোন্ পথ ও পন্থা অবলম্বন করবে তা কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে নির্ধারণ করবে। আর সেটাই হবে ইসলামী পথ ও পদ্ধতি।

আধুনিক যুগের ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি পদ্ধতি সর্বজনীন রূপধারণ করেছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই পদ্ধতিগুলো বর্তমান সময়ের মত ছিলনা। বর্তমান কালের এ সংক্রান্ত পরিভাষাগুলোও তখন প্রচলিত ছিলনা। আধুনিক যুগের ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা পদ্ধতি গত শতকের শেষ দিকে বিশ্বের কয়েকটি দেশে চালু হয়। বর্তমান সময়ে তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতির অনেক রীতি-পদ্ধতি ইসলামীকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। 'ইসলামী আইন ও বিচার' জার্নালের বর্তমান সংখ্যায় "কনভেনশনাল ব্যাংকিং প্রডাক্টের শরী'আহ অভিযোজন পদ্ধতি : একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধটি এ ধরনের একটি গবেষণা প্রবন্ধ। বিষয়টি ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অতিগুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী জীবন বিধানের একটি অপরিহার্য বিষয় হলো তাকওয়া। একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয়ে ভীত হয়ে যে কোন অন্যায় ও অপরাধমূলক কর্ম থেকে মুক্ত থাকা ও তাঁর নির্দেশিত সকল ভালো কাজ

সম্পাদন করাই হচ্ছে তাকওয়া। কুরআন ও হাদীসে এই তাকওয়ার অত্যধিক গুরুত্বের কথা বিধৃত হয়েছে। মূলত পাপমুক্ত পরিচ্ছন্ন জীবন শুধুমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে, অন্য কোন ভাবে নয়। "অর্থনৈতিক অপরাধ প্রতিরোধ ও তাকওয়া : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে বিষয়টি চমৎকার ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আর্থিক লেনদেন। এ ক্ষেত্রে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি মানুষকে কীভাবে অন্যায় ও অবৈধ পথ থেকে বিরত রাখতে পারে তা এই প্রবন্ধটিতে আলোচিত হয়েছে।

আমাদের দেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। অধিকাংশ মানুষের জীবন কৃষির ওপর নির্ভরশীল। অতীতকাল থেকে এখানে ধনী-দরিদ্র ও ভূস্বামী-ভূমিহীন দুশ্রেণীর মানুষ একই সমাজে বসবাস করে আসছে। তাই কৃষিক্ষেত্রে বর্গাচাষ প্রথাও অতীতকাল থেকেই প্রচলিত আছে। এদেশের প্রায় সকল চাষীই মুসলিম। তাই তাদের জানা থাকা দরকার এই বর্গাপ্রথা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ কিনা, বা কীভাবে করলে তা বৈধ হয়। "বর্গাচাষ : ইসলাম ও বর্তমান সমাজ" প্রবন্ধে বিষয়টি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এ ক্ষেত্রে ইসলামী পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটি ভূস্বামী ও বর্গাচাষী উভয়ের পালনীয় বিধান জ্ঞাতকরণ ছাড়াও সবার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে।

ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোন রকম ভেদাভেদ করেনি। পুরুষের মত নারীও সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। যার মধ্যে সম্পদের মালিকানা, আয়-উপার্জন ও ভোগ-দখলও অন্তর্ভুক্ত। তারপরও আধুনিক নারীবাদীরা 'নারীর ক্ষমতায়ন' শ্লোগানের আড়ালে মুসলিম নারীদেরকে ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। "নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন : পরিপ্রেক্ষিত ইসলাম" শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের নানা দিক আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি যে সময়োপযোগী হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'বীমা' শব্দটি আধুনিক যুগের একটি অর্থনীতি বিষয়ক পরিভাষা। বীমার মাধ্যমে মানবকল্যাণমূলক যে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় ইসলামের সোনালী যুগে তা পরিচালিত হতো অন্য ভাবে ও অন্য নামে। তাই আধুনিক যুগে যখন বীমাকে ইসলামীকরণের প্রয়োজন দেখা দিল তখন ইসলামী পণ্ডিতগণ কুরআন, হাদীস ও অতীতের দৃষ্টান্তের আলোকে এই প্রয়োজন পূরণের দিকে এগিয়ে আসেন। "ইসলামী বীমা : একটি পর্যালোচনা" তেমনই একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ।

সবশেষে 'ইসলামী আইন ও বিচার' জার্নালের বর্তমান সংখ্যায় উল্লেখিত প্রবন্ধগুলো ছাড়াও আইন ও বিচার জার্নালের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে চল্লিশটি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোর লেখকের নামসহ একটি তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। এ তালিকাটি লেখক, গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সকল পাঠকের জন্য খুব উপকারে আসবে বলে আমরা আশা করছি। তা ছাড়া এ সংখ্যায় তরুণ গবেষক মুহাম্মদ রুহুল আমিন প্রণীত 'ইসলামী আইনের উৎস' নামক একটি গ্রন্থের পর্যালোচনা ছাপানো হচ্ছে। ইসলামী আইন ও বিচার-এর এ সংখ্যাটিও অন্যান্য সংখ্যার ন্যায় পাঠকদের নিকট সমাদৃত হবে। ইনশা-আল্লাহ।

'ইসলামী আইন ও বিচার' বাংলা ভাষায় ইসলামী আইন ও বিচার বিষয়ক একমাত্র গবেষণা পত্রিকা। ২০০৫ সাল থেকে যাত্রা শুরু করা এ একাডেমিক জার্নালটি ইতোমধ্যেই দেশের প্রায় সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিভাগে গবেষণা পত্রিকা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। দীন ও দেশের কল্যাণে নিয়োজিত এ পত্রিকাটি নতুন নতুন বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করে পাঠক-গবেষকগণের প্রশংসা কুড়িয়েছে। আগামীতে এ বিশেষায়িত পত্রিকাটি আরো নতুন নতুন বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করে দেশের কল্যাণ ও অগ্রযাত্রায় কার্যকর ভূমিকা পালনে সকলের সহযোগিতা কামনা করে।

দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত পত্রিকার ৪০তম এ সংখ্যাটি কিছুটা বর্ধিত আকারে ছাপা হচ্ছে। এ পথচলায় যাঁরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। ভবিষ্যতের পথচলায়ও সকলের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই প্রচেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ